চোরাপথে বাংলাদেশ থেকে ঢুকছে বিটি বেগুন, উদ্বিগ্ন রাজ্য

লগ্নির আর্জি, অব্যবহৃত জমিতে কৃষি চান মন্ত্রী

সন্দীপ চক্রবর্তী

কৃষিতে শিল্পপতিদের বিনিয়োগের আহ্বান জানালেন কৃষিমন্ত্রী পূর্ণেন্দু বসু। লগ্নিকারীদের প্রতি মন্ত্রীর স্পষ্ট বার্তা, প্রয়োজনে সরকার জমি দেবে। বিনিয়োগ করলে আপনারা ভাল লাভের মুখ দেখবেন। অব্যবহৃত জমিকে কৃষিজমিতে পরিণত করারও আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। সেক্ষেত্রেও সাহায্য চেয়েছেন শিল্পপতিদের কাছে। তাঁর আর্জি, বীজের সার্টিফিকেটের জন্য রাজ্যে কোনও প্রতিষ্ঠান নেই। লড়াই করে আদায় করতে হবে। কৃষিনির্ভর শিল্পে শিল্পপতিরা এগিয়ে এলে ভাল কর্মসংস্থান হবে। কৃষি লাভজনক। চ্যালেঞ্জ নিচ্ছি, আপনারা লাভ পাবেন। হিমঘর তৈরিতেও এগিয়ে আসতে পারেন। সরকার জমি দেবে। আপনারা যন্ত্রপাতি আনবেন। মাটি পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রাথমিক প্রচুর খরচ হবে। কিন্তু কৃষকদের থেকে পয়সা তুলতে পারবেন। লাভ হবে। বীজ পরীক্ষাগারেও শিল্পপতিরা এগিয়ে আসতে পারেন বলে মন্ত্রীর আবেদন। কৃষিমন্ত্রী জানিয়েছেন, রাজ্যে কৃষি দফতরের অধীন প্রায় ১১ হাজার একর জমি রয়েছে। তা ব্যবহার করা যেতে পারে। সরকারের নীতির কথা মনে করিয়ে পূর্ণেন্দু বসু বলেছেন, "সরকারের নীতিই হচ্ছে কৃষি ও শিল্প হাত ধরাধরি করে চলবে। কারও বিনিময়ে অন্যটার ক্ষতি হবে না।"

বুধবার মোহনপুরে বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি উন্নয়ন মেলার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে পূর্ণেন্দু বসু আশঙ্কা প্রকাশ করেন, বাংলাদেশ থেকে মূলত নদিয়া হয়ে বিটি বেগুন রাজ্যে আসছে। তাঁর কথায়, "চোরাই পথে ঢুকছে। খেতখামার ধ্বংস করে দেবে। প্রতিরোধ দরকার। কৃষকদেরই নিজেদের স্বার্থের কথা ভাবতে হবে।"

বণিকসভা সিআইআই-এর উদ্যোগে এদিন থেকেই কৃষি উন্নয়ন মেলা ও কৃষকদের পাঠশালা শুরু হয়েছে মোহনপুরে। চলবে তিনদিন। পূর্বাঞ্চলের কয়েকটি রাজ্যে এই ধরনের মেলা হলেও এ রাজ্যে এটি প্রথম। অনুষ্ঠানে উপস্থিত কৃষি বিপণন দফতরের মন্ত্রী অরূপ রায়, মৎস্যমন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা, প্রাণীসম্পদ বিকাশ দফতরের স্বপন দেবনাথ, কৃষি দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী বেচারাম মান্না ব্লকে ব্লকে এরকম মেলার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। অরূপ রায়ের বক্তব্য, "মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে কৃষকদের বাজার সম্প্রসারণের ও সংরক্ষণের উদ্যোগ নিয়েছেন, তাতে কৃষকদের সমস্যা অনেকটাই কমেছে।" কৃষিমন্ত্রী জানান, উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়েও এরকম কৃষিমেলা করার প্রস্তাব রয়েছে। মেলায় ৭০টি স্টল করা হয়েছে। প্রতিদিন তিন হাজার কৃষক আসবেন। মুখ্যমন্ত্রীর কৃষি উপদেষ্টা প্রদীপ মজুমদার, কৃষি অধিকর্তা পরিতোষ ভট্টাচার্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য চিত্তরঞ্জন কোলে, বণিকসভার শরদ এস নন্দুরকর, অনিল বাসোয়ানি বক্তব্য পেশ করেন। মেলার জন্য প্রদীপবাবুর উদ্যোগের প্রশংসা করেন অনেকেই। মেলায় ছিল ভ্রাম্যমাণ মাটি পরীক্ষা কেন্দ্র, আধুনিক যন্ত্রপাতি। কেভেনটার, টাটা এগ্রিকো, নাবার্ড, স্টেট ব্যাঙ্ক, আনমোল, এক্সাইড সহযোগিতা করেছে। কৃষকরা ব্যাঙ্ক ঋণ, সার ও বীজের ব্যবহার বা সরকারের সহযোগিতার বিষয়ে জানতে পেরেছেন।